The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.193 - 214)
Published in July, 2025

আযান ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ আহবান: একটি সমীক্ষা

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান*

[Abstract: Ajan (أذان) is an important call Islamic Shoriah. The Prophet (sm.) introduced by wahi the excellent method of Azan for attending prayers. Through it a Muslim gains peace of mind and Soul. Because it removes the danger, the trouble, the anger. Azan issuers have many dignity and very high Status. So its importance in Islamic culture is immense. This article discusses the well-known and widely used Islamic low the Ajan. It presents the opinions of many wise Muslim scholars, along with providing much information from the Quran and Hadith.]

ভূমিকা

আযানের মাধ্যমে সালাত আদায় করা হয় এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে মহান প্রভুর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়। যা ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। আযানের কারণে বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, 'আযাব ও গজব দূরীভূত হয়। এর দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করায় শয়তান সহ্য করতে পারেনা। ফলে শয়তান আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করে। মুয়াজ্জিন যখন আযান শেষ করে তখন সে ফিরে এসে মুসল্লিদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। ইকামত দিলে আবার সে পালায়ন করে। ইকামত শেষ করে তখন সে ফিরে এসে মুসল্লিদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। মূলত ইমাম হলেন দায়িত্বশীল আর মুয়াজ্জিন হলেন নির্ভরতা ও আস্তার প্রতিক। ইমামের যামিন হওয়ার অর্থ তিনি মুক্তাদীদের সালাত নিজের কাঁধে তুলে নেন। মুয়াজ্জিনের আমানতদার হওয়ার অর্থ তিনি ঠিক সময়ে আযান দিলে লোকেরা ঠিক সময় সালাতে আসতে পারে এবং রোযাদার ইফতার করতে পারে। আযান ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ আহবান। এ প্রবন্ধে ইসলামের অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত বিধান 'আযান' সম্পর্কে প্রামান্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিম্মে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

'আযান' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচিতি

'আযান' এর শাব্দিক অর্থ: أذان 'আযান' শব্দটি سلام এর উযনে باب تفعيل এর মাসদার (*আল-মাগরিব*, খ. ১ম, পৃ. ৩৭)।

এর শাব্দিক অর্থ الإعلام 'জানিয়ে দেয়া' (আল-কামূস আল-ফিকহী ১;১৮), الإعلان 'ঘোষণা করা' (*মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* ১:৪৭৭): الاظهار والمجاهرة - প্রকাশ করা, অবহিতকরণ, সালাতের আহ্বান (*আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* ৬১), Notification (*মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* ১:৭৭)। আল-কুরআনে 'আযান' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে:

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الناسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

"মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও (আল-কুরআন ৯:০৩)।" অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিবো আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর (আল-কুরআন ১৪ : ৭)।" উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'আযান' শব্দটির অর্থ الإعلان বা 'ঘোষণা' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাদীস শরীফেও 'আযান' শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেবে তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ, তিরমিযী ৮:১৯০)।"

পরিভাষায় 'আযান' বলতে বুঝায় (ড. সা'ঈদী আবূ হুবাইব রহ. বলেন):

الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة

"শরী'আ অনুমোদিত বিশেষ শব্দ দ্বারা সালাতের সময় হওয়ার ঘোষণাকে আযান বলে (আল-কামূস আল-ফিকহী ১;১৮)।" অনুরূপভাবে আল-জুরযানী তাঁর 'আত-তা'রিফাত' অভিধানে বলেন:

الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة

"বিশেষ পরিচিত নির্দিষ্ট, শরী'আ প্রমাণিত শব্দ দ্বারা সালাতের সময় হওয়ার ঘোষণা দেয়াই আযান (আত-তা'রিফাত ১:৪)।" 'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' অভিধানে বলা হয়েছে:

الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ ورد بها الشرع:

"ইসলামী শরী'আত কর্তৃক প্রবর্তিত শব্দ দ্বারা সালাতের সময় হওয়ার ঘোষণাকে আযান বলে (*মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* ১:৫২)।" 'আল-মুখাস্সাস' অভিধানে বলা হয়েছে:

الأذان: الإشعار بوقت الصلاة

"আযান: সালাতের সময় হওয়ার অবহিতকরণ (আল-মুখাস্সাস ৩:১৬৩)।"
মোটকথা, ওহীলব্ধ শরী'আতের অনুমোদিত বিশেষ শব্দ দ্বারা সালাতের সময় হওয়ার ঘোষণাকে আযান বলা হয়।

আযান নামকরণের কারণ

ড. সা'ঈদী আবূ হুবাইব 'আযান' এর নামকরণ প্রসংগে বলেন:

سميت بذلك لكمالها وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها.

"যেহেতু আযানের বাক্যগুলো পরিপূর্ণ, মাহত্মের অবস্থান উর্ধে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির পথ থেকে নিরাপত্তাবোধ করে থাকে। সেহেতু আযানকে আযান নামকরণ করা হয়েছে (আল-কামূসুল-ফিকহী ১:১৩১)।"

'আযান' দেয়ার নিয়ম

সালাতের সময় হলেই আযানের শব্দসমূহ উচ্চ বাক্যে বা উচ্চস্বরে বলতে হয় (আহমদ আল-নসারী: *শারহু আল-বহজাতিল ওয়ারদিয়্যাহ*, থ. ৩য়, পৃ. ১৯)। আযান সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সময়ের আগে বা পরে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ "সালাতের সময় ব্যতীত আযান নয় (হাশিয়াতু আল-জামাল ৩:২৩; হাশিয়াতু আল-বাজাইরামী 'আলাল খাতীব ৩:৪০৭)।" মুয়াজ্জিন কিবলামুখি হয়ে উযূ করে উভয় কানের মধ্যে শাহাদত আঙ্গুল ঢুকিয়ে উচ্চস্বরে আযান দিবে। এমর্মে বিলাল (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ ، فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ

"যখন তুমি সালাতের জন্য আযান দাও, তখন তোমার কানে আঙ্গুল দাও। কেননা তা তোমার আওয়াজকে বাড়িয়ে দেয় (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী ১:৩৯৬; কানযুল 'উম্মাল ৭:২০৯৫৫, পৃ. ৬৯৩; মাজমাউ'য যাওয়াইদ ১:২৩০; নাসবুর রিওয়ায়িাহ ফী তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়াহ, بَاب الْأَذَانِ ২:১১৪)।" আযানের শব্দ উচ্চস্বরে হওয়ার জন্য অনুরূপভাবে আবূ উমামা (রা.)এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিলাল (রা.)কে নির্দেশ দিলেন: أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ "সে যেনো আযান দেয়ার সময় কানে আঙ্গুল প্রবেষ্ট করে (*আস*-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, পূর্বোক্ত; আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস সহীহাইন লিল-হাকেম, অনুচ্ছেদ- ذكر سعد القرظ المؤذن رضي الله عنه, ২:৬৬৩১; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ৫:৫৩১১, পৃ. ২৮২; আল-মু'জামুল সাগীর লিত-তাবারানী ৩:১১৬৪; মা'রিফাতুস সাহাবা ৯:২৮০৫)।"

আযানের শব্দসমূহ : মুয়াজ্জিন কিবলামুখি হয়ে প্রথমে اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ চারবার, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ দুইবার, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ দুইবার, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ দুইবার, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ দুইবার, اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ দুইবার, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ একবার। এভাবে আযানের শব্দ সংখ্যা ১৫টি (সুনানু ইব্ন মাজা, كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ পরিচ্ছেদ- بَاب التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ, ৬:৭০১; সুনানু আবূ দাউদ, كِتَاب الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ- بَاب كَيْفَ الْأَذَانُ, ৯:৪২৩; মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল, অনুচ্ছেদ- أَحَادِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, ৫:৪৮৩৭)। প্রায় সমগ্র বিশ্বে সাধারণত এ পদ্ধতিতেই 'আযান' প্রদান করা হয়। এ অভিমতটি ইমাম 'আযম আবূ হানিফা (রহ.) এর (তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أُنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ দ্র. সুনানু ইব্ন মাজা, كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ অনুচ্ছেদ- بَاب بَدْءِ الْأَذَانِ, ৪:৬৯৮; মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল, ৮:১৫৮৮১)।

ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে আযানের বাক্য ১৭টি। প্রথমে اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ দুইবার এবং ترجيع الشهادتين বা أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ চারবার (তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً দ্র. সুনানু আবী দাঊদ, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْإِقَامَةِ, ৫:৪২৯; সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الْجُمُعَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ, ৪:৪৭৪; সুনানুন নাসাঈ, كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ, ৪:৪২৪)।

আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে আযানের বাক্য ১৯টি। প্রথমে اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ চারবার এবং ترجيع الشهادتين বা أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ চারবার বলবে (তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ দ্র. সুনানু আবী দাঊদ, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب كَيْفَ الْأَذَانُ, ৪:৪২৩)।

আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে:

* রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী আবূ মাহযূরাকে (كلمات الْأَذَانَ) 'আযানের বাক্য' শিখানোর জন্য এর ক্ষেত্রে 'উচ্চস্বরে আওয়াজ করে বলার জন্য' বলেছেন। আর এটাকেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ترجيع الشهادتين বা أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ চারবার উচ্চারণ ধরে নিয়েছেন।

* অথবা ترجيع الشهادتين ছিলো প্রশিক্ষণগত; বিধানগত নয়।

* হযরত বিলাল (রা.) মসজিদে নববীর স্থায়ী মুয়ায্যিন ছিলেন। তাঁর আযানে কোন ترجيع الشهادتين ছিলো না।

* 'আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আবূ মাহযূরা সে সময় অমুসলিম বালক ছিলেন। কালিমায়ে শাহাদাত জাহেলী আকীদার ব্যতিক্রম দেখে তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে الشهادتين সুস্পষ্টভাবে পুনরায় বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। মূলত এটা ترجيع ছিলো না (*সুনানু আবী দাঊদ*, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩০৭)।

ফজরের সালাতের আযানের সময় অতিরিক্ত বাক্য الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ "ঘুম হতে সালাত উত্তম" সংযোজন করেন (সুনানু আবী দাঊদ, كِتَاب الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ- بَاب كَيْفَ الْأَذَانُ, ৫:৪২২; সুনানুত তিরমিযী: كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ: بَاب مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الْفَجْرِ-পরিচ্ছেদ- الْأَذَانُ فِي, ২:১৮২; সুনানু ইব্‌ন মাজা, السَّفَرِ ৫:৬২৯; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায়: الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ, ৫:১৪০; আল-কিতাবু মাজমা'উ মু'আল্লিফা'তি, ৪৯:২৬)। যা পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে।

উল্লেখ্য যে, মানুষকে সব সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় এবং মাফ চাওয়ার শিক্ষা রাসূল (সা.) দিয়েছেন। এ মর্মে উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এই দু'আটি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি পড়ো:

اللَّهُمَّ هَذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاسْتِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي

"হে আল্লাহ! এটা তোমার রাত আসার, তোমার দিন প্রস্থানের, তোমার দিকে আহবানকারীর (মুয়াজ্জিনের) আওয়াজ দেয়ার এবং তোমার সালাতে উপস্থিত হওয়ার সময়। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।" হাদীসটি সুনানুত তিরমিযী (كِتَاب الدَّعَوَاتِ পরিচ্ছেদ- بَاب دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ, ৪:৩৫১৩), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ, ২:৪৪৬, দা'ঈফু সুনানু আবূ দাঊদ ৫:৫৩০, ১০৫, ৮৫, দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী ১:১০, সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী ৮:৩৫৮৯ এবং মেশকাতুল মাসাবীহ্ ২:৬৬৯ কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

ইকামতের শব্দসমূহ

ইকামতের মধ্যে আযানের উপরোক্ত ১৫টি হুবহু শব্দগুলোই বলতে হয়। তবে অতিরিক্ত আরো দুইটি শব্দ (১৫+০২=১৭টি) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ পর قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ দুইবার বলতে হয়। এ অভিমতটি ইমাম 'আযম আবূ হানিফা (রহ.) এর (সুনানু ইব্‌ন মাজা, كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ পরিচ্ছেদ- بَاب التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ, ৪:৭০১; সুনানু আবূ দাঊদ, كِتَاب الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ- بَاب كَيْفَ الْأَذَانُ, ৫:৪২৩)।

ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে ইকামতের বাক্য ১০টি। প্রথমে ও শেষে তাকবীর اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ দুইবার। আর প্রতিটি বাক্য একবার এবং এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ পর قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ একবার বলার অভিমত দিয়েছেন (দলীল হিসাবে তিনি এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ দ্র. সহীহ মুসলিম, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ, ৫:৫৬৯; সুনানুত তিরমিযী, অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ, ৫:১৭৮; সুনানু আবী দাঊদ, অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْإِقَامَةِ, ৫:৪২৮)।

আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে ইকামতের বাক্য ১১টি। প্রথমে ও শেষে তাকবীর اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ দুইবার। আর প্রতিটি বাক্য একবার এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ পর قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ দুইবার বলার অভিমত দিয়েছেন (তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ দ্র. মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল ৫২: ৫৩৪৫)।

মুয়াযযিনের উপর ইকামত দেয়ার বিধান

ইমাম 'আযম আবূ হানিফা (রহ.) এর মতে যিনি আযান দিবেন, তার উপর ইকামত দেয়া মুস্তাহাব (মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বা, অনুচ্ছেদ-في الرجل يؤذن ويقيم غيره, ১:০২)। তাই মুয়াযযিনের অনুমতি নিয়ে অন্য ব্যক্তি ইকামত দিতে পারেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে যিনি আযান দিবেন, তার উপর ইকামত দেয়া ওয়াজিব (তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ দ্র. সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ, ৫:১৮৩; সুনানু আবী দাউদ, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ, ৫:৪৩১)। অন্য কেউ ইকামত দিলে তা মাকরূহ বলেছেন।

ইসলামে আযান প্রথা প্রবর্তন:

উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)এর নিকট সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে নামাযের সময় মুসল্লিদের একত্রিত করার উপায় বের করার প্রস্তাব দেন (আবদুল্লাহ ইব্ন হুযায়ফা থেকে অবূ বকর (রা.) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) বলেছেন, "যদি আযানের পদ্ধতি চালু না হতো, তাহলে আমি আযান দিতাম।" দ্র. কাশফুল খাফা, ১:২৪৩)। পরবর্তীকালে ঐশীবাণী দ্বারা তা অনুমোদিত হয়।

আল-কুরআনেও সালাতের সময় আহ্বানের নির্দেশ দিয়েছে (আল-কুরআন ৫:৫৮, ৬২:০৯)। উমর (রা.) বললেন, এক ব্যক্তিকে সালাতে আহ্বানের জন্য নিযুক্ত করলে কেমন হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলাল (রা.)কে আযানের নির্দেশ দিলেন। এ মর্মে বিখ্যাত হাদীসটি ইমাম বুখারী হযরত নাফি' (রা.) থেকে ও ইমাম মুসলিম 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

"মুসলমানগণ যখন মদীনায় এলেন তখন তারা একত্র হতেন এবং সালাতের সময় অপেক্ষা করতেন। সালাতের জন্য ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন তারা এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন, কেউ কেউ বললেন খৃষ্টানদের মতো নাকূস বাজানোর নিয়ম গ্রহণ করা হোক। কেউ কেউ বললেন ইয়াহুদীদের মতো সিংগায় ফুঁক দেয়ার নিয়ম গ্রহণ করা হোক। উমর (রা.) বললেন, তোমরা সালাতে ডাকার জন্য একজন লোক প্রেরণের ব্যবস্থা কেন করছ না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে বিলাল! তুমি উঠো এবং সালাতের জন্য আযান দাও (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, باب بَدْءِ الأَذَانِ ৫:৫৬৯; সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, باب بَدْءِ الأَذَانِ ২:৫৬৮; জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, بَاب مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ, ৫:১৭৫; সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুস সালাত, بَدْءُ الْأَذَانِ, ৭:৬২২; মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল ১৩:৬০৭২)।" অনুরূপভাবে হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ সুনানু আবূ দাউদ

(كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ: بَاب بَدْءِ الأَذَانِ ৯:৪৯৯), সুনানু ইব্ন মাজা (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ: بَاب بَدْءِ الأَذَانِ হাদীস নং. ৭০৬), আল-কিরআতু খালফিল ইমাম আল-বুখারী (অনুচ্ছেদ: بلال قم فناد بالصلاة ১:৯৭); সুনানু বাইহাকী আল-কুবরা (বাবূ বাদাইল আযান ১:১৯০৫), মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল-বাইহাকী, (অনুচ্ছে: حكاية الإقامة ২:৬৫০), আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ ১:১৫৯০; কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল ৭:২০৯৫৩); ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী ৬:৫৫); শরহুল বুখারী লি-ইবন বাত্তাল ৩:২৮৯) ও আল-মুসনাদুল জামে' ২২:৭২৮৬ কিতাবে ফরয সালাতের আহবানের জন্য 'আযান' বিষয়টি সু-স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উমর (রা.) এর জন্য তা অপেক্ষা বেশি গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে যে, তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ইসলামের এই বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে (মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৩২)।

মহামারীতে আযান ও জামাতে সালাত আদায় প্রসঙ্গ

ইসলামের এক মৌলিক 'ইবাদাত সালাতের দিকে আহবানের মাধ্যম হলো আযান। করোনাভাইরাস উপলক্ষে গত মার্চ ২০২০ মাঝামাঝিতে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে যুক্তিসংগত দলীল-প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে ইসলামিক 'আইনবেত্তা ফকীহ্গণ তাঁদের ইজতিহাদের মাধ্যমে বিশ্বের ফাতুওয়া বোর্ডগুলো (সৌদি 'আরবের সিনিয়র আলেমদের বোর্ড, আরব আমিরাত-কুয়েত-কাতার-ইরাক-মরোক্ক-ওমান-জর্ডান-তুরস্ক এর প্রতিতযশা সিনিয়র আলেমদের বোর্ড, মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্কলার ও বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন) সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদে জামাতে সালাত আদায় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"কেউ যেনো কখনো রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে।" এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী (كِتَاب الطِّبِّ অনুচ্ছেদ- بَاب لَا هَامَةَ, ৫:৫৩২৮), সহীহ মুসলিম (كِتَاب السَّلَامِ অনুচ্ছেদ- بَاب لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ... ৫:৪১১৭), সুনানু আবী দাঊদ كِتَاب الطِّبِّ অনুচ্ছেদ-بَاب فِي الطِّيَرَةِ ৫:৩৪১২) ও মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল (৮৭:৮৮৯৫) কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

এ প্রসংগে ইমাম নববী বলেন, কেননা এতে যদি আল্লাহর হুকুমে সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, তাহলে সে তার তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস না করে ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করবে, ফলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে (আবূ যাকারিয়া: শারহু সহীহ মুসলিম ৭:৩৭০)।"

মহামারী চলমান অবস্থায় মসজিদে আযান ও জামা'আতে সালাত আদায় প্রসঙ্গ

"মসজিদে শুধু আযান চালু থাকবে আর মুসল্লিগণ তাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে সালাত আদায় করবে" এবং আযানের ক্ষেত্রে "হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ" حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এর পরিবর্তে صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম" (তোমরা নিজ নিজ গৃহে সালাত আদায় করো) বলে আযান প্রদান করবে। তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নে এ হাদীসটি উপস্থাপন করেন:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

“ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তিনি তাঁর মু'আয্যিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন যখন তুমি আযানে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন “হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ” বলবে না। বলবে, 'সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম'- তোমরা নিজ নিজ গৃহে সালাত আদায় করো। তখন লোকেরা অপছন্দ করলো। তখন তিনি বললেন: আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ সা.) তা করেছেন। জুমু'আহ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্যে দিয়ে যাতায়ত করার অসুবিধায় ফেলি।” এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (كِتَاب الْجُمُعَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ, ২:৮৫০), সহীহ মুসলিম (كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا অনুচ্ছেদ- بَاب الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ, ৮:১১২৮), সুনান আবূ দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- باب التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ, ৮:৯০০) ও সহীহ ইব্‌ন খুযাইমাহ (অনুচ্ছেদ- أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة ، والأمر بالصلاة في البيوت بدله, ৯:১৭৫৯), আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস সহীহাইন লিল-হাকেম (অনুচ্ছেদ- وأما حديث حسان بن عطية, ৭:১০০০) ও আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী (باب ترك اتيان الجمعة بعذر المطر أو الطين والدحض ৪:০২) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।
অপর হাদীসে এসেছে, সাহাবী নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

“প্রচণ্ড শীতের রাতে ইব্‌ন 'উমার দাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন, তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও।” সফরের অবস্থায় বৃষ্টি বা প্রচণ্ড শীতে আযানের পর ঘোষণা হতো صَلُّوا فِي الرِّحَالِ “তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করো (সহীহ বুখারী, كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ, ৪:৫৯২)।” সহীহ বুখারী ছাড়া হাদীসটি সহীহ মুসলিম (كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا অনুচ্ছেদ- بَاب الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ, ৮: ১১২৬), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ৮:৮৯২)।, সুনানুন নাসাঈ (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- الْأَذَانُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ, ৮:৬৪৭) ও সুনানু ইব্‌ন মাজা) كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ অনুচ্ছেদ- بَاب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ৫:৯২৬)সহ অনেক কিতাবে বিদ্যমান আছে।

উপর্যুক্ত প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসটি শুধুমাত্র অতিবৃষ্টির পরিবেশগত কারণে মসজিদে না গিয়ে ঘরে সালাত আদায় করার জন্য বলা হয়েছে। তাই তো করোনাকালীন সময়ে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফাতওয়া বোর্ড সীদ্ধান্ত দিয়েছিল: “করোনা ভাইরাস (ঈঙঠওউ-১৯) অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক হওয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে ডাক্তার বিশেষজ্ঞের মতে পার্শ্বে থাকা ব্যক্তি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ও মৃত্যুর ঝুকি থাকে। তাই প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকার কারণে মসজিদে না গিয়ে ঘরে সালাত আদায় করলেও সালাত আদায় হয়ে যাবে এবং নিজেকেও ধ্বংসের ঝুকি থেকে রক্ষা করা যাবে।”

মহামারীতে বিশেষ আযান দেয়া প্রসংগ

প্রত্যেক পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর সালাতে আযান দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। ফতোয়ায়ে শামী, রদ্দুল মুখতার, জা-আল হক্ক ও শরহে আবূ দাউদ কিতাবে উল্লেখ আছে: ১০ জায়গায় আযান দেয়া সুন্নাতে যায়েদাহ, কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মুস্তাহাব বলেছেন। বিশেষ করে, ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রদ্দুল মুখতার' বা ফাতওয়ায়ে শামী কিতাবে আযানের ১০টি মুস্তাহাব সময়ের মধ্যে 'মহামারির সময়ে' আযান দেয়ার কথা উল্লেখ করছেন (*রদ্দুল মুখতার*, খ. ৮ম, পৃ. ২২৬)।

এ মর্মে "নূর উদ্দীন আল-ছামী তাঁর মাজমাউ'য যাওয়াইদ ওয়া মানবাউ'ল ফাওয়াইদ" কিতাবে একটি অনুচ্ছেদ শিরোনাম দিয়েছেন- باب في المؤذن المحتسب " আযানের ব্যাপারে মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ (মাজমাউ'য যাওয়াইদ, অনু. باب في المؤذن المحتسب ১:২২৫)।" ইমাম আহলে সুন্নাহ, শাহ আহমদ রেজা খান (রহ.) তাঁর 'ফাতওয়ায়ে রযভীয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন- "মহামারীর সময় আযান দেয়া মুস্তাহাব (ফাতওয়ায়ে রযভীয়্যাহ ১৫:৩৭০; বাহারে শরীয়ত ১:৪৬৬)।" প্রবল ঝড়ে মানুষ উচ্চস্বরে আযান দেয়। সেটা বাড়িতে, পথে-ঘাটে বা জাহাজে কিংবা সমতল ভূমিতে হোক।

বালা-মুসীবত দূরীকরণ, মহামারী বা বিপদের কারণে জনমনে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে জনগণ উদ্বিগ্ন থাকে, ভীতি ও ত্রাসের শিকার হয়। এমন পরিস্থিতিতে আযান আত্মার প্রশান্তি ও ভয়-ভীতি দূরীকরণের মাধ্যম বা অবলম্বন হতে পারে। এলাকাভিত্তিক যে কোন সময়ে হতে পারে। পুরো রাষ্ট্রে সময় নির্ধারণ করা ঠিক নয়। বিপদের আযান যে কোন মুহূর্তে দেয়া যায়।

মনে রাখা দরকার যুলুম-শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায় ও পাপাচারের নিরবতা পালন করে ব্যক্তিগত 'আমল ও আযান আল্লাহর গজব মহামারী থেকে রক্ষা করবে না। বরং যুলুম-শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায় ও পাপাচারের প্রতিবাদ করে 'আযান' দেয়া দরকার। আযানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়। ফলে মানুষের মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়।

মহামারীতে বিশেষ আযান দেয়ার পদ্ধতি

যা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে যে কোনো মুহূর্তে আযানের শব্দগুলোর মধ্যে "হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ" حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও "হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ" حَيَّ عَلَى الفَلَاح ব্যতীত অন্য সকল বাক্য বলবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত ও 'আযাব দূরীভূত হয়। আল্লাহর বড়ত্ব করাকে তামাশার সাথে কেউ তুলনা করলে এটা মূলত তার অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না। আযানের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা-

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"যখন তোমরা সালাতের দিকে আহবান করো, তখন তারা (মুশরিকরা) ঠাট্টা-বিদ্রোপ ও কৌতুক করে। তা এ জন্যে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা উপলব্দি করে না (আল-কুরআন ৫:৫৮)।" আযানের শব্দ শুনে শয়তান পলায়ন করে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ

“যখন সালাতের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে।” হাদীসটি সহীহ বুখারী (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ ৫:৫৮৩), সহীহ মুসলিম (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ ৫:৫৮৫), সুনানুন নাসাঈ (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- فَضْلُ التَّأْذِينِ, ৫:৬৬৪ ও ১২৩৬), মুয়াত্তা ইমাম মালেক (كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ, ৫:১৩৯) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অপর হাদীসে এসেছে:

إذا نودي بالصلاة ، فتحت أبواب السماء ، واستجيب الدعاء

“সালাত আদায়ের জন্য যখন আযান দেয়া হয়, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং ঐ সময়ে দু‘আ করলে দু‘আ কবুল হয় (মুসনাদু আত্‌তায়ালুসী, অনুচ্ছেদ- يزيد بن أبان عن أنس, ৫:২২০৮, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৪৫; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ১:২৩০)।”

যে সকল স্থানে ও অবাস্থয় আযান দেয়া যায়

সালাতের জন্য আযান ছাড়াও আরও ১০ জায়গা (মুস্তাহাব) আযান দেয়া যায় (রদ্দুল মুখতার, ৮:২২৬, ফাতওয়ায়ে রযভীয়্যাহ ১৫:৩৭০)। তা হলোঃ

০১. সন্তান ভূমিষ্ট হলে ডান কানের পার্শ্বে আযান ও বাম কানের পার্শ্বে ইকামত দেয়া। এর মাধ্যমে সন্তানকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ রাখা যায় এবং যাবতীয় বালা-মুসীবত দূরীভূত হয় এবং বাচ্চাকে আল্লার বড়ত্বের কথা তার কানে পৌঁছে দেয়া হয়।

০২. কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে

০৩. আগুন লাগলে

০৪. জ্বিন দূরীভূত করার প্রয়োজন হলে

০৫. মানসিক রোগীর পার্শ্বে আযান দেয়া

০৬. কেউ রাস্তা হারিয়ে ফেললে

০৭. কোন হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ রোধ করার জন্য

০৮. কেউ অতিরিক্ত রাগান্বিত হলে

০৯ কোন এলাকায় মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে

১০. ইনতেকালের পর কবরের পার্শে (আযাব পরিলক্ষিত হলে)। উক্ত অবস্থায় আযানে “হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাহ” ও “হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ” না বলা।

প্রতিদিন পাঁচবার আযানের মাধ্যমে মানবতার উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া বর্ষণ হয় এবং বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, ‘আযাব ও গজব দূরীভূত হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أَمَّنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

"আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যখন কোন গ্রামে আযান দেয়া হয়, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা ওই দিন গ্রামকে 'আযাব থেকে নিরাপদে রাখেন।" এ হাদীসটি 'আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী (অনুচ্ছেদ- بَاب التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ, ৮:৭৪৫), আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানী (অনুচ্ছেদ- من اسمه صالح, হাদীস নং- ৩৮১৩, খ. ৮ম, পৃ. ৩৫৬), মাজমাউ'য যাওয়াইদ ওয়া মানবাউ'ল ফাওয়াইদ (অনুচ্ছেদ- باب في المؤذن المحتسب, ১:২২৫), কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল (৭:২০৮৯৩) এবং 'আস-সিলসিলাতুস সহীহা মুখতাসিরাহ' (৫:২২০৭) কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে।

হাদীসটির সমালোচনা

মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'ঈন, ইব্‌ন সা'ঈদ মানযারী ও মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)সহ প্রমুখ হাদীসটিকে 'যাঈফ' বা দুর্বল বলেছেন (আস-সিলসিলাতুস সহীহাহা মুখতাসিরাহ ৫:২২০৭)। হাদীসটির সনদে "আবদু রহমান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'উমরাহ" রাবী একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। তাই হাদীসটি যা'ঈফ পর্যায়ভুক্ত। 'আহসানুল ফাতুয়া' ও 'ফাতওয়া রশিদীয়া' কিতাবে মহামারীর সময়ে আযান দেয়ার বিরোধিতা করে বলা হয়েছে-

وباكي وقت أذان دينا شرعاً ثابت نهي- أسكو سنت يامستحب سمجهنا درست نهي

"মহামারীর সময় আযান দেয়ার শারয়ী কোন ভিত্তি নেই। এমন সময় আযান দেয়াকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে করা ঠিক নয় (আহসানুল ফাতওয়া ১:৩৭৫; ফাতওয়া রশিদীয়া ১:২৬)।"

সমালোচনার সমাধান

হাদীসটিকে 'যাঈফ' বা দুর্বল বলেছেন সত্য; এর থেকে বড় সত্য হলো সকল হাদীস বিশারদ একমত যে, সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে 'যাঈফ' হাদীসের উপর 'আমল করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। অপর বর্ণনায় ভয় দূর করার জন্য আযানের ব্যাপারে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ آدَم بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِالْآذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ...

"আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: আদম (আ.) জান্নাত থেকে ভারতবর্ষে অবতরণ করলেন, ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) নেমে আযান দিলেন...আল্লাহু আকবর..। এ বর্ণনাটি আদ-দুর্‌রুল মানসূর ফী তাবীলি বিল-মাসূর ১:৮৮, কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল ১১:৩২১৩৯, ফাতুয়া আর-রামালী ৬:১৪৪, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১:৮৯ ও কাসাসুল আম্বিয়া ১:২৬ কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম হাফেয আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাবীর আবী হাতেম ইব্ন ইদরীস আর-রাযী তাঁর 'তাফসীর' কিতাবে বলেন, আদম (আ.) জান্নাত থেকে ভারতবর্ষে অবতরণ করলেন এবং হাওয়া (আ.)কে মক্কায় জেদ্দায় অবতরণ করেন (আর রাযী: তাফসীর, অনুচ্ছেদ- قوله: وقلنا اهبطوا, ৫:৩৯১ ও ৮৩৪৫, ২:১৩৯ ও ৮:৪০৮) যোহর ও 'আসর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে (আস-সুয়ূতী: আদ-দুর্‌রুল মানসূর ফী তা'বীলে বিলমা'সূর ১:৮৮)। অতপর فحج آدم عليه السلام البيت من الهند أربعين سنة "আদম (আ.) ভারতবর্ষে ৪০ বছর পর বাইতুল্লাহতে গিয়ে হজ্জ আদায় করেন (পূর্বোক্ত, তাফসীর ইব্ন আবী হাতেম, অনুচ্ছেদ- حديث الكعبة ، والمسجد الحرام ، والحرم كله, ৮:৩৮২৭, ৯:১৫)।" আদম (আ.) এর সাথে 'হাজরে আসওয়াদ' ছিলো (আস-সুয়ূতী: আদ-দুর্‌রুল মানসূর ১:৮৮)। অপর বর্ণনায় ভয় দূর করার জন্য আযানের ব্যাপারে বর্ণিত আছে:

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَزِينًا ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَرَاك حَزِينًا فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنْ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ ، فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ

"আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন আমাকে চিন্তিত অবস্থায় দেখে বললেন, হে 'আলী! আমি তোমাকে উদ্বিগ্ন অবস্থায় দেখেছি, তোমার পরিবারের কাউকে তোমার কানে আযান দিতে বলো। কেননা তা চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দূরকারী।" এ বর্ণনাটি কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল (২:৩৪৪০) এবং مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل কিতাবে (৩:৩২০) উল্লেখ আছে। সুতরাং মহামারীতে বিশেষ আযান দেয়ার ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলো না। একে কেন্দ্র করে তামাশা বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মূলত অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই না।

তাহাজ্জুদ সালাতের আযান প্রসংগ

কেউ কেউ তাহাজ্জুদ সালাতে আযান দিয়ে থাকেন। তাদের দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বেলাল রাত্রি শেষ হবার আগেই আযান দেয়। তাই আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সাহরী খাও ও পানাহার করো (সহীহ বুখারী, অনুচ্ছেদ- بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ, ৭:৫৮৫, ৫৮২ ও ৬৭০৭; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অনুচ্ছেদ- بَاب قَدْرِ السُّحُورِ مِنْ النِّدَاءِ, ৮:১৪৭; সুনানুন নাসাঈ, অনুচ্ছেদ- الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ ৮:৬৩৩)।" মূলত এ আযান দ্বারা তাহাজ্জুদগুজার জাগ্রত জনতা বিশ্রাম নিয়ে যাতে ফজর সালাতের জন্য নব উদ্দীপনা লাভ করতে পারে এবং যারা রোযা রাখতে চায় তারা যেনো সাহরী খেতে পারে। বর্তমানেও পবিত্র মক্কার কা'বা ও মদীনার মসজিদে নববীতে রমাযান মাসে তাহাজ্জুদ সালাতে আযান দেয়ার প্রচলন রয়েছে। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ

"বেলালের আযানের কারণে তোমাদের কেউ যেনো সাহরী খাওয়া বন্ধ না করে। কেননা, সে রাত্রি থাকতেই আযান দেয়। যাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী বিশ্রামে ফিরে যায়। আর নিদ্রিতরা যাতে জাগতে পারে।" এ সহীহ হাদীসটি সহীহ বুখারী (بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ, ৬:৬৭০৬ ও ৫৮৬), সুনানু আবী দাউদ অনুচ্ছেদ- بَاب وَقْتِ السُّحُورِ, ৫:২০০০), সুনানু ইব্ন মাজা অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ ৬:১৬৮৬, মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বা (من كان يستحب تأخير السحور, ৭:২) ও মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল ৪:২৪৭২) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আযানের গুরুত্ব ও আযান প্রদানকারীর মর্যাদা

আযানের গুরুত্ব প্রদান করে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য (আযান) আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, তা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো (আল-কুরআন ৬২: ০৯)।" অপর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"তোমরা যখন সালাতের জন্য (আযান) আহ্বান করো তখন তারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এর কারণ এই যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক, যাদের বোধশক্তি নাই (আল-কুরআন ০৫:৫৮)।"
আযান প্রদানকারীর মর্যাদা প্রসংগে আবূ হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

من أذن خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় দেয়, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী ১:৪৩৩; আস-সুনানুস সুগরা লিল-বাইহাকী, অনুচ্ছেদ: باب من كره الإمامة واستحب الأذان, ১:৪১৩, পৃ. ৪৬৯; কানযুল 'উম্মাল৭:২০৯০৬)।"
এ প্রসংগে বিশিষ্ট সাহাবী ইব্নু 'আব্বাস (রা.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেবে তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে (সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ, ৫: ১৯০; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ৯:১০৯৩৫, পৃ. ২৯০; আখাবারু ইসবাহান৬৪০৩১৪আত-তারগীব ফী ফাদাইল 'আমাল ২:৫৬০, পৃ. ১৪৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫:১৯০)।" অপর বর্ণনায় বারো বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে এভাবে:

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব (সুনানু ইব্‌ন মাজা, كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ, ৫:৭২০; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ১১:৭৮৬৪; শু'আবুল ঈমান,অনুচ্ছেদ- فضل الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة, ৪৪: ২৯২১; মা'রিফাতুস সাহাবা, ১২:৩৮৫৬, পৃ. ২০৫; কানযুল 'উম্মাল ৭:২০৯০৫।"

মুয়াজ্জিনের মর্যাদা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) অপর বর্ণনায় বলেন:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে।" এ সহীহ হাদীসটি সহীহ মুসলিম (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ-بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ, ১:৫৮০, সুনানু ইব্‌ন মাজা) كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ ৪:৭১৭, আস সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ খ. ১ম, পৃ. ৪৩৩ আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ১২:১৪১৯৬, মুসান্নাফু 'আবদির রাজ্জাক (১: ১৮৫৯, ১৮৬০, ১৮৬১, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান (অনুচ্ছেদ- ذكر تأمل المؤذنين طول الثواب في القيامة بأذانهم في الدنيا, ৫:১৬৯৬), শু'আবুল ঈমান (অনুচ্ছেদ- المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة৫:২৯৯৫) ও মুসনাদু আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ২:১২২৬৮, ২:১৩২৮৯, ২:১৬২৫৮ ও ২:১৬২৯৪) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আযান প্রদানকারীর (মুয়াজ্জিনের) মর্যাদার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

'আযান' এর উত্তর প্রদান ও উত্তর প্রদানকারীর মর্যাদা

'আযান' এর উত্তর প্রদান প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরা তাই বলো।" এ সহীহ হাদীসটি সহীহ বুখারী (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي, হাদীস নং ৫৭৬), সহীহ মুসলিম) كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ, ৩:৫৭৬), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِঅনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ, ৮:৪৩৮), সুনানুত তিরমিযী) كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ, ৫:১৯২), সুনানুন নাসাঈ) كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ৮:৬৬৭), মুয়াত্তা ইমাম মালেক (كِتَاب النِّدَاءِ لِلصّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ, ৮:১৩৫ ও মুসনাদু আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ৮৮: ১১০৮৭) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

মুয়াজ্জিন যাই বলবে শ্রোতারাও তাই বলবে অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যখন 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বলবে শ্রুতারাও তার উত্তরে 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ... এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ('হাইয়্যা আলাস সালাহ্' ও 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্') এর ক্ষেত্রে উত্তরে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) "আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করা ও কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই" পড়বে

(সহীহ বুখারী, كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ, ৫:৫৭৮)। এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে যাবে" (*সহীহ মুসলিম*, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ, ৫: ৫৭৮; সুনানু আবী দাঊদ, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ, ৫:৪৪৩)। অতঃপর আযান শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরুদ পাঠ করবে ও দু'আ পড়বে (*সহীহ মুসলিম*, অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ, ১:৫৭৭)। সুতরাং 'আযান' এর উত্তর প্রদানকারীর মর্যাদা সুস্পষ্ট।

আযান শুনার সাথে সাথে দু'আ পড়া

রালূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

মুয়াজ্জিনের আযান শুনে এ দু'আটি পড়লে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। এ দু'আটি সহীহ মুসলিম (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ, ৯:৫৭৯), সহীহ বুখারী (كِتَاب أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ অনুচ্ছেদ- بَاب قَوْلُهُ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, ৫:৩১৮০), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ, ৭:৪৪১), সুনানুত তিরমিযী (كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الدُّعَاءِ, ৮: ১৯৪), সুনানুন নাসাঈ (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- الدُّعَاءُ عِنْدَ الْأَذَانِ, ৪:৬৭২) ও সুনানু ইবন মাজা (كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ, ৫:৭১৩), মুয়াত্তা ইমাম মালেক (النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ, ৭:৯১) ও সহীহ ইব্ন হিব্বান (অনুচ্ছেদ- ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن شهد لله بالوحدانية, ৮:১৭২২) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিতাবসমূহে বলা হয়েছে দু'আটি পড়লে غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় (সহীহ মুসলিম, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ, ৮:৫৭৯)।" সুতরাং আযান শুনার সাথে সাথে দু'আ পড়ার আমলটি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে দু'আ পড়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু! তুমি মুহাম্মদ (সা.)কে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও" তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।" এ সহীহ হাদীসটি সহীহ বুখারী (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ, ৫: ৫৭৯ ও ৫:৪৩৫০), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ, ৮: ৪৪৫), সুনানুত তিরমিযী (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الدُّعَاءِ, ৮:১৯৫), সুনানুন নাসাঈ (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- الدُّعَاءُ عِنْدَ الْأَذَانِ, ৯:৬৭৩) ও সুনানু ইবন মাজা) كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ, ৫:৭১৪) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে বিধায় দু'আটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু'আ বিফলে যায় না

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু'আ প্রসংগে আনাস ইবন মালেক (রা.) এর সূত্রে রাসূল (সা.) বলেছেন:

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

"আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ আল্লাহ তা'আলা তা ফেরত হয় না।" এ দু'আটি সুনানুত তিরমিযী (كِتَاب الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ: بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ, ৯:১৯৬, ৮:৩৫১৯), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ, হাদীস নং- ৪৩৭), মুসনাদু আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (৮:১১৭৫৫, ৮:১২১২৪ ও ৮:১৩১৭৪), মুসান্নাফু ইব্‌ন আবী শায়বা (১৮ নং অনুচ্ছেদ الساعة التي يستجاب فيها الدعاء, ৭:৬), আস সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ (৬:৯৮৯৫, ৬:৯৮৯৬) ও আবূ ইয়ালা আল-মাওসূলী তাঁর আল-মুসনাদ (অনুচ্ছেদ- الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا ৫:৩৫৮০) কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি উপরোক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মুখে দুর্গন্ধ অবস্থায় আযান দেয়া ঠিক না

আযান দেয়ার আগে ভালোভাবে মেসওয়াক করে উযূ করা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন: لا ينادي بالصلوة الا متوضئ "মুয়াজ্জিন উযূ ব্যতীত সালাতের জন্য ডাকবে না (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, পরিচ্ছেদ- باب لا يؤذن الا طاهر, ১: ৩৯৭; ফাতহুল বারী ৪:২৫২)।" অনুরূপভাবে আবদুল করীম আর-রাফেঈ তাঁর কিতাবেও উল্লেখ করেন, لا يؤذن الرجل الا وهو طاهر "পবিত্রতা ছাড়া কোন মুয়াজ্জিনের আযান নয় (ফাতহুল 'আযীয শারহুল ওয়াযীয ৩:১৯০)।" আর মেসওয়াক করে উযূ অবস্থায় আযান দেয়া সুন্নাত।

হাদীসে রাসূল (সা.) কাঁচা পেঁয়াজ রসূন অথবা যা দ্বারা মুখ বা শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়া এমন ব্যক্তিকে মসজিদে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে সহীহ মুসলিম কিতাবের একটি মাসআলা দিয়ে পরিচ্ছেদ শিরোনাম হলো-

بَاب نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ

"পরিচ্ছেদ: কেউ রসূন, পেঁয়াজ বা রসূন বা স্বাদে ও গন্ধে অনুরূপ কিছু মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে যওয়া নিষেধ এবং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার আদেশ (মুসলিম, অধ্যায়: كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ৩:১৮৮)।" পরিচ্ছেদ শিরোনামের পর ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এসব গাছের কোন একটি খায় অর্থাৎ রসূন বা অনুরূপ স্বাদ ও গন্ধের কোন কিছু খায় সে যেনো মসজিদে না আসে।" গবেষণায় এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম (كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا, ১:৮৭০), সহীহ বুখারী (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ৭:৮০৬, ৮০৭ ও

৮০৯), সুনানু আবী দাঊদ (كِتَاب الْأَطْعِمَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي أَكْلِ الثُّومِ , ৮:৩৩২৯, ৩৩৩০), সুনানুত তিরমিযী (كِتَاب الْمَسَاجِدِ) كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- مَنْ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْجِدِ, ৮:৭০০), সুনানু ইব্‌ন মাজা (وُقُوتِ الصّلاةِ) মুয়াত্তা ইমাম মালেক (৬:১০০৫, بَاب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ অনুচ্ছেদ- وَالسُّنَّةِ فِيهَا অনুচ্ছেদ- بَاب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ, ৮:২৭) এবং মুসনাদু আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (৭:৭২৬৭) কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। এর কারণ প্রসংগে রাসূল (সা.) বলেন:

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

"কেননা মানুষ যেসব কিছুতে কষ্ট পায় ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পায় (সহীহ মুসলিম, كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا, ৮:৮৭৪; সুনানুন নাসাঈ, كِتَاب الْمَسَاجِدِ পরিচ্ছেদ: مَنْ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْجِدِ, ৫:৭০০; মুসনাদূ আহমদ ইবন হাম্বল, ৮: ১৪৪৮৩; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, ১:৭৮৬; সহীহ ইবন হিব্বান, باب المساجد ৭:১৬৭১)।" ফলে দুর্গন্ধ অবস্থায় মসজিদে আসবেনা, দুর্গন্ধ অবস্থায় সালাত আদায় করবে না এবং দুর্গন্ধ অবস্থায় আযান দেয়া বা আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা ঠিক না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে পরিচ্ছদ শিরোনামে (كِتَاب الْأَذَانِ অনুচ্ছেদ- بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ) ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রহ.) এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "আযান উযূ ছাড়া দিলেও কোন অসুবিধা নেই (ফাতহুল বারী, পরিচ্ছেদ- الأذان على غير وضوء ৪:২৫২; মুসান্নাফু ইবন আবী শায়বা, পরিচ্ছেদ- في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء, ১:২৩৯)।" ইমাম বাইহাকী (রহ.)ও অনুরূপ ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রহ.) এর মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন: كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء "উযূ ছাড়া সালাতের আযান দেয়ার মধ্যে কোন দোষ নাই (শরহুল বুখারী লি-ইবন বাত্তাল, باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأذَانِ ৩:৩২৭; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, পরিচ্ছেদ- باب لا يؤذن الا طاهر, ১:৩৯৭)।" তবে অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমদের মতে সালাতের আযানের সময় আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনায় উযূ থাকাই তাকওয়ার লক্ষণ। যা ভালো এবং উত্তম। 'ইবাদত কবুলের ক্ষেত্রে উযূ তথা পবিত্রতা অর্জন ইসলামের অন্যতম শর্ত। আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে পরিচ্ছেদ শিরোনামে এ মাসআলার সমাধান দিয়েছেন: "বিনা উযূতে আযান দেয়া মাকরূহ।" এ মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

"আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, বিনা উযূতে কেউ যেনো আযান না দেয় (সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الصَّلَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ, ৭: ১৮৪; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, পরিচ্ছেদ- باب لا يؤذن الا طاهر ১:৩৯৭; তুহফাতুল আহওয়াযী, অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ১:১৮৪; ফায়যুল কাদীর ৬:৯৯৩৮।" বিনা উযূতে কেউ যেনো আযান না দেয়া প্রসংগে 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থকার বলেন, الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ "উপরোক্ত হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, বিনা উযূতে আযান দেয়া মাকরূহ (তুহফাতুল আহওয়াযী, পূর্বোক্ত)।" মুখে দুর্গন্ধ অবস্থায়

আযান দেয়া ও বিনা উযূতে আযান দেয়া, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিষেধ প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস দেখানো ঠিক নয়। বরং উযূ অবস্থায়ই আযান দিতে হবে। আর এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সিদ্ধান্ত। আর উত্তমরূপে উযূকারীর মর্যাদা প্রসংগে রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এর উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে সে যেনো তা করে (সহীহ বুখারী, كِتَاب الْوُضُوءِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ, ৪:১৩৩; সহীহ মুসলিম, كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ, ৮:৩৬৩)।" অপর হাদীসে বারবার উযূ করার প্রতি উৎসাহ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

"যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি উযূ করেন তখন তার কান, চোখ, দুই হাত ও পা থেকে তার পাপরাশি বের হয়ে যায় (মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল ৫: ২১১৫০; মুস্তাদরাকু 'আলাস সহীহাইন লিল হাকেম, অনুচ্ছেদ- كتاب الطهارة, ৫:৪১৮; মুসান্নাফু 'আবদির রাজ্জাক, ৫:১৫৩; মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বা, অনুচ্ছেদ- باب في المحافظة على الوضوء وفضله, ৬:৫; আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারনী, ৭: ৭৪৪১)।" অপবিত্র ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ যান না মর্মে রাসূল (সা.) বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ

"ফেরেশতাগণ তিন ব্যক্তির নিকটতম হয় না। কাফিরের লাশ এবং খালুক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহারকারী ও অপবিত্র যতক্ষণ না সে উযূ করে (সুনানু আবী দাঊদ, كِتَاب التَّرَجُّلِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ, ৫: ৩৬৪৮)।" অপর হাদীসে এসেছে, উযূ ছাড়া ঈমানের পূর্ণাঙ্গ হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ "উযূ ঈমানের অর্ধেক সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الدَّعَوَاتِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ, ৫:৩৪৩৯; সুনানুন নাসাঈ, كِتَاب الزَّكَاةِ অনুচ্ছেদ- بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ, ৭:২৩৯৪; সুনানু ইব্ন মাজা, كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا অনুচ্ছেদ- بَاب الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ, ১:২৮৬।"

আর পবিত্রতা প্রসংগে বলা হয়েছে, الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ "পবিত্রতা ঈমানের শর্ত (সহীহ মুসলিম, كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ, হাদীস নং- ৩২৮; মুসনাদূ আহমদ ইবন হাম্বল, ৫:২১৮২৮, ২১৮৩৪; শু'আবুল ঈমান, باب في الطهارات অনুচ্ছেদ- الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ, ১:২৫৯৫; সুনানুদ দারেমী, كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- باب مَا جَاءَ فِى الطُّهُورِ, ২:৬৭৮)।"

হাদীসে পবিত্রতা ব্যতীত সালাতের আযান না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে, لا يؤذن الا وهو طاهر ولا يؤذن الا وهو قائم "মুয়াজ্জিন সে পবিত্রতা ব্যতীত সালাতের আযান না দেয় এবং দাঁড়ানো ছাড়া আযান না দেয়" (আস-সুনানুল

কুবরা লিল-বাইহাকী, পরিচ্ছেদ- باب لا يؤذن الا طاهر, ১:৩৯৭; ইবনু রাশেদ: বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ ১:৯১)।"

বসা অবস্থায় আযান, মহিলা ও ফাসিক ব্যক্তির আযান এবং নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির আযান নিষিদ্ধ (তাবাইয়্যানুল হাকায়েক শারহু কানযিদ দাকায়িক, পরিচ্ছেদ- أَذَانُ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُ الْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ وَالْقَاعِدِ وَالسَّكْرَانِ ১:৪৫০; আল-বাহরুর রাকায়েক শারহু কানযিদ দাকায়েক, ৩:৩৯)। অনুরূপভাবে لَا أَذَانُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْأَعْمَى "দাস, যিনাকারীর সন্তান ও অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়াও নিষিদ্ধ (পূর্বোক্ত; যাকারিয়া আল-আনসারী: ফাতহুল ওয়াহ্যাব, ১:৬৩)। অনুরূপভাবে لَا يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ "শিশু বা নাবালকের আযান দেয়া যাবে না" এবং لَا يُؤَذِّنُ الْجُنُبُ "যার উপর গোসল ফরজ, তার আযান দেয়া যাবে না (আত-তাজু ওয়াল ইকলীলু লি-মুখতাসারিল খালীল, পরিচ্ছেদ- فَصْلٌ فِي حكم الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ, খ. ১:৩৫৩; শায়খ খলীল: মাওয়াহিবুল জলীল ফী শারহি মুখতাসির, পরিচ্ছেদ- فِي صِفَةِ الْمُؤَذِّنِ ৩:৩৩০)।"

উল্লেখ্য যে, মুখে দুর্গন্ধ দূরীভূত করার জন্যে 'মেসওয়াক' (সেটা আধুনিক যুগের ব্রাশ হোক বা খেজুরের ডাল বা অন্য মাধ্যম হোক) করতে হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমের ইব্‌ন রাবী'আহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

"রাসূলুল্লাহ (সা.) এতো বেশি সংখ্যক 'মেসওয়াক' করতে দেখেছি, যা গণনা করা যায় না; অথচ তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন (সুনানুত্ তিরমিযী, كِتَاب الصَّوْمِ পরিচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ২: ৬৫৭; আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল : মুসনাদ, حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, ৩:১৫১২৪, ২১:২৯০; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, পরিচ্ছেদ- باب السواك للصائم ৪:২৭৩; সুনানুদ দারেমী, সিয়াম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- بَاب السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ, ৬:২৩৯৩)।" রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট প্রিয় হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ অবস্থায়ও 'মেসওয়াক' করার শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতের মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন! নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরির সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় (সহীহ বুখারী, كِتَاب الصَّوْمِপরিচ্ছেদ: بَاب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ ৫:১৭৭১; সহীহ মুসলিম, كِتَاب الصِّيَامِ পরিচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ ৫:১৯৪২; সুনানুত্ তিরমিযী, كِتَاب الصَّوْمِ পরিচ্ছেদ: باب ما جاء في فضل الصوم, ৪:৬৯৫; সুনানুন নাসাঈ, كِتَاب الصِّيَامِপরিচ্ছেদ: فَضْلُ الصِّيَامِ, ৩:২১৮১; সুনানু ইবন মাজা, كِتَاب الصِّيَامِপরিচ্ছেদ: بَاب جَامِعِ الصِّيَامِ, ৫: ৬০৩)।" এ হাদীস দ্বারা রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরির সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় প্রমাণিত হলেও রোযাদারের জন্য 'মেসওয়াক' বেশি বেশি করা সুন্নাত। সুতরাং আযান দেয়ার আগে ভালোভাবে মেসওয়াক করে উযূ করে নেয়া জরুরী।

ইসলামে আযান প্রদানের উপকারিতা ও হিকতম

* আযান মূলত **وحي من الله** 'আল্লাহ প্রদত্ত ওহী' ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্যের নির্দেশ পালন করা হয়।
* আযানের মাধ্যমে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা দেয়া হয় (আবূ হুবাইব: আল-কামূস আল- ফিকহী ১:৩৭৫; আল-আযহারী: তাহযীবুল লুগাহ ১:১১১)।
* আযানের মাধ্যমে **الاذان قد خصه الشرع بألفاظ** 'শরীয়াতের নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে' মুসলিম চেতনার প্রতিধ্বনি প্রকাশ (ইব্ন সাইদাহ: আল-মুখাস্সাস ৩:১৬৩)।
* আযানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ধ্বনিতে পৃথিবী মুখরিত হয়।
* এর মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে সালাত আদায়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়া হয় এবং শয়তান দূরীভূত হয় (সহীহ বুখারী, অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ, :৫৮৩; সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ ৮:৫৮৫)।
* আযানের মাধ্যমে আল্লাহ বিরোধীদের অন্তর ভয় পায়।
* আযানের মাধ্যমে মুসলমানদের পরস্পর ভাই ভাইয়ের মিলন সম্মিলনের শুভ সূচনা হয়।
* আযান পারস্পরিক ঐক্যের শপথ নেয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।
* আযানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের **فلاح** 'কল্যাণের' ঘোষণা দেয়া হয় (ইবনুস সালাম: গরীবুল হাদীস, খ. ৪র্থ, পৃ. ৮৮; আল-আযহারী: তাহযীবুল লুগাহ ৪:১২০)।
* আযানের মাধ্যমে **دعاء إلى الصلاة** 'জামাতে সালাত আদায়ের প্রতি আহবান জানানো হয় (পূর্বোক্ত)।
* বিপদ-আপদ, বালা-মসীবত ও 'আযাব দূরীভূত হয় (তাহযীবুল লুগাহ ৫:১১৪)।
* আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা হয়। ফলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় (পূর্বোক্ত)।
* আযানের সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং ঐ সময়ে দু'আ কবুল হয় (মুসনাদু আত-তায়লুসী, অনুচ্ছেদ- يزيد بن أبان عن أنس, ৬: ১৪৫)।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, আযান ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ আহবান। রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম ঘোষণার মাধ্যমে আযানের ব্যবস্থা করেন। আযানের ধ্বনি মুসলমানদের কর্ণকুহরে পৌঁছা মাত্রই তাঁরা আল্লাহর দরবারে মাসজিদে হাজিরা দেয়ার জন্য সমবেত হয়। মূলত আযান হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ। এর মাধ্যমে একজন মু'মিন ব্যক্তির আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং রহমতের বারিধারা প্রবাহিত হয়। আযান ও ইকামতের মাধ্যমে প্রতিটি সালাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আযানের উত্তর প্রদানকারী (জামাতে সালাত আদায়কারী পুরুষ) জান্নাতে প্রবেশের জন্য রাসূল (সা.) কর্তৃক সুপারিশ পাবেন। আযান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রোপ বা হাঁসি-তামাশা করা ইসলামের বিধানকে অস্বীকার শামিল। আযান এর গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি কথাই তাৎপর্যপূর্ণ ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় 'আযান' এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

আল-আযহারী। *তাহযীবুল লুগাহ*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

ইব্ন সাইদাহ। *আল-মুখাস্সাস*। খ. ৩য়, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

ইব্ন মাজা। *আস-সুনান*। দেওবন্দ: কুতুব খানা রাশীদিয়্যাহ আসাহ্হুল মাতাবি', তা.বি।

ইব্‌নুল হাজেব। *শারহু শাফিয়া*। খ. ৪র্থ, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

ইব্‌ন সাইদাহ। *আল-মুখাস্‌সাস*। খ. ৩য়, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

ইমাম মাজদুদ্দীন আবীস সা'দাত আল-মুবারক ইব্‌ন মুবারক ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-যাযারী ইব্‌নুল আসীর। *আন-নিহায়াতু ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আসার*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

ইব্‌ন কাসীর। *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

ইব্‌ন কাসীর। *কাসাসুল আম্বিয়া*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

আবূ 'উবাইদ আল-কাসেম ইবনুস সালাম। *গরীবুল হাদীস*। খ. ৪র্থ, দাইরাতুল মা'আরিফ, তা.বি.।

আবুল কাসেম আর-রা'ফিঈ। التلخيص الحبير في تخريج أحاديث খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

আল-কিতাবু মাজমা'উ মু'আল্লিফা'তি আক্কাঈদুর্ রা'ইফদাহ ওয়ার রুদ্দু 'আলাইহি। খ, ৪৯, প্রকাশনা অনুল্লেখঃ তা.বি.।

আল-জাহেয। *আল-হয়ওয়ান*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আল-জাহেয। *আর-রাসায়েল*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আল-জুরযানী। *আত-তা'রিফাত*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আত তিবরিযী। মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-খতীব। *মেশকাতুল মাসাবীহ্*। বৈরূতঃ ১৩৯২/১৯৭৯।

আবূ দাউদ। সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আস-সিজিস্তানী। *সুনানু আবী দাউদ*। কলকাতাঃ আসাহ্‌হুল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যা, তা.বি।

আবূ না'ঈম আল-ইসবাহানী। *মা'রিফাতুস সাহাবা*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আবূ না'ঈম আল-ইসবাহানী। *আখাবারু ইসবাহান*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আন-নববী, আবুল ফাযল আস-সাইয়্যেদ আবুল মা'তী। *আল-মুসনাদুল জামে'*, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আন-নববী। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শারফ। *শারহু সহীহ মুসলিম*, বৈরূতঃ দারু ইহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৯২/১৯৭২।

আল-মায়দানী। *মাজমা'উল আমসাল*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

আবূ ঈসা আত-তিরমিযী। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা। *জামে আত-তিরমিযী*। দেওবন্দঃ কুতুবখানা, রাশিদিয়্যা, তা.বি।

আবূ ঈসা আত-তিরমিযী। *জামি' আত-তিরমিযী*। খ.১ম, ৪র্থ সং, অনু. ও সম্পা. মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.।

আল-ছামী, নূর উদ্দীন। *মাজমাউ'য যাওয়াইদ ওয়া মানবাউ'ল ফাওয়াইদ*। খ. ১ম, আল-কাহেরা আল-কুদ্‌সী, ১৩৫৩ হি.।

আহসানুল ফাতওয়া। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল। *আল-মুসনাদ*। কায়রোঃ মু'আস্‌সাসাতু কুরতুবাহ্ ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮ খ্রি.।

আহমদ রেজা খান। *ফাতুওয়ায়ে রযভীয়্যাহ*। খ. ১৫, লাহোরঃ রেজা ফাউন্ডেশন, তা.বি.।

আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন। *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহা মুখতাসিরাহ*। খ. ৫ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

আল-হিন্দী, আলা উদ্দিন 'আলী আল-মুত্তাকী ইব্‌ন হিসাম আদ্‌দীন। *কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল*। আলোপ্পোঃ ৯৭৫/১৫৬৭।

আর-রামালী। *ফাতুয়া আর-রামালী*। খ. ৬ষ্ঠ, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

বুখারী। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল। *সহীহুল বুখারী*। ইণ্ডিয়া, ইউপিঃ আসাহ্‌হুল মাতাবি' তা.বি।

মুসলিম। ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী। *সহীহ লি-মুসলিম*। কলকাতাঃ মাতবা'আতু আসাহ্‌হিল মাতাবি', তা.বি।

মুহাম্মদ কালা'জী। *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*। ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, মে ২০০৯ খ্রি.।

মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন। *মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস*। ঢাকাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন ২০০৯ খ্রি.।

নাসাঈ। *আস্-সুনান*। দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তা.বি।

নাদিয়া শরীফ আল-'উমরী। *ইজতিহাদুর রাসূল (সা.)*। ২য় প্র. বৈরূতঃ মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ২০০২খ্রি.।

বাহারে শরীয়ত। খ. ১ম, অংশ ৩য়, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি, তা.বি.।

ফাতওয়া রশিদীয়া। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

হাকেম আবূ 'আবদিল্লাহ আন-নাইসাপূরী। *আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস সহীহাইন*। ১ম সংস্ক, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.।

সম্পাদনা। *আল-মাগরিব*। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

সা'ঈদী আবূ হুবাইব। *আল-কামূস আল-ফিকহী*। খ. ১ম, দামিশ্কঃ দারুল ফিক্র, তা.বি।

শায়খ ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ আল-'আজলানী। *কাশফুল খাফা*। দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.।